Sanatan Dharma

পাঠ করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

শ্রীসূক্তম্

[ঋগবেদীয় বাষ্কল শাখা (খিলি) অংশে সংকলিত]

ॐ হিরণ্যবর্ণাম্ হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ॥১॥

অনুবাদঃ হরি ওঁ, হে জাতবেদো! (সর্বজ্ঞ) অগ্নিদেব! আপনি হিরণ্যবর্ণরূপী সুন্দরী, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের হার পরিহিতা, চন্দ্রবৎ প্রসন্নাকান্তী স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীদেবীকে আমার জন্য আহ্বান করুন। (১)

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্॥২॥

অনুবাদঃ হে অগ্নে! সেই লক্ষ্মীদেবীর, যার কখনো বিনাশ হয় না এবং যার আগমনে আমি স্বর্ণ, গবাদিপশু, ঘোড়া এবং পুত্রাদি প্রাপ্ত করতে পারব; আমার জন্য তাকে আহ্বান করুন। (২)

অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মাদেবী জুষতাম্॥৩॥

অনুবাদঃ যার অগ্রে তেজস্বী ঘোড়া এবং সেই রথ মধ্যে দেবী স্বয়ং বিরাজমান থাকেন। হস্তিনাদ শুনে যিনি প্রসন্ন হন, সেই শ্রী দেবীকে আমি আহ্বান করছি। দেবী লক্ষ্মী আমার প্রাপ্ত হোক। (৩)

কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারাং আদ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পযন্তীম্।
পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বযেশ্রিয়ম্॥৪॥

অনুবাদঃ যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী, মৃদুমন্দ হাঁস্যকারিণী, স্বর্ণ দ্বারা আবৃত, কোমলমতি, তেজোময়ী, পূর্নকামা, ভক্তনুগ্রহকারিণী, পদ্মাসনে বিরাজিতা পদ্মবর্ণা। সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমি এখানে আহ্বান করছি। (৪)

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ংলোকে দেবে জুষ্টামুদারাম্।
তাং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যেহলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে॥৫॥

অনুবাদঃ চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্রকান্তি, সুন্দরী দ্যুৎশালিনী, যশে দিপ্তীমতি, স্বর্গলোকে দেবগণ দ্বারা পুজিতা, উদারশীল, পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর আমি শরণাগত হচ্ছি। আমার দারিদ্র্যতা দূর হোক। হে মাতা আমি তোমাকে শরণ্যরূপে বরণ করছি। (৫)

আদিত্যবর্ণে তপসোহধিজাতো বনস্পতিস্তববৃক্ষোথ বিল্ব:।
তস্য ফলানি তপসানুদন্তু মায়ান্তরায়শ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মী:॥৬॥

অনুবাদঃ সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপে, তোমারই তাপে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ মঙ্গলময় বিল্ববৃক্ষ (বেল গাছ) উৎপন্ন হয়েছে। এই বৃক্ষের ফল তোমারই অনুগ্রহে আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দারিদ্র্যতা দূর করুক। (৬)

উপৈতু মাং দেবসখ: কীর্তিশ্চমণিনা সহ।
প্রাদুর্ভুতো সুরাষ্ট্রেহস্মিন্ কীর্তিমৃধ্দিং দদাতু মে॥৭॥

অনুবাদঃ হে দেবী! দেবসখা কুবের ও তার মিত্র মণিভদ্র তথা প্রজাপতি দক্ষের কন্যা কীর্তি আমার প্রাপ্তি হোক। অর্থাৎ আমার ধন এবং যশ প্রাপ্তি হোক। আমি যে রাষ্ট্রে জন্মেছি, তার কীর্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান কর। (৭)

ক্ষুত্পিপাসামলাং জ্যেষ্ঠাং অলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্।
অভূতিমসমৃধ্দিং চ সর্বানির্ণুদ মে গৃহাত॥৮॥

অনুবাদঃ লক্ষ্মী দেবীর বড় বোন অলক্ষ্মী (দরিদ্র্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী / অভিশপ্ত) যার জন্য ক্ষুধা-পিপাসায় মলিন- ক্ষীণশরীরে বিদ্যমান থাকে। সেই অলক্ষ্মী দূর হোক। হে দেবী! আমার ঘর হতে সমস্ত প্রকার দারিদ্র্য এবং অমঙ্গলকে দূর করো। (৮)

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥৯॥

অনুবাদঃ যার প্রবেশের দুয়ার সুগন্ধিত, যিনি দূষ্প্রাপ্য (যাকে সহজে প্রাপ্ত করা যায় না) তথা নিত্যপুষ্টা, যিনি প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেন, সমস্ত ভূতের স্বামীনী সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমি আহ্বান করছি। (৯)

মনস: কামমাকূতিং বাচ: সত্যমশীমহি।
পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রী: শ্রয়েতাং যশ:॥১০॥

অনুবাদঃ মনের কামনা, সংকল্প-সিদ্ধির এবং বচনের সত্যতা আমার প্রাপ্তি হোক। গবাদিপশু এবং বিভিন্ন অন্ন ভোগ্য পদার্থের রূপে তথা যশ রূপে শ্রী দেবী আমার এখানে আগমন করুক। (১০)

কর্দমেনপ্রজাভূতা ময়িসংভবকর্দম।
শ্রিয়ং বাসয়মেকুলে মাতরং পদ্মমালিনীম্॥১১॥

অনুবাদঃ লক্ষ্মীর পুত্র কর্দম এর সন্তান আমি। কর্দম ঋষি! আপনি আমার এখানে আবির্ভূত হন তথা পদ্ম ফুলের মালা পরিহিতা মাতা লক্ষ্মীদেবীকে আমার কুলে স্থাপিত করুন। (১১)

আপ স্রজন্তু স্গিধানি চিক্লীত বস মে গৃহে।
নি চ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে॥১২॥

অনুবাদঃ জল স্নিগ্ধ পদার্থের সৃষ্টিকর্তা লক্ষ্মীপুত্র চিক্লীত! আপনিও আমার ঘরে বাস করুন এবং মাতা লক্ষ্মীদেবীকেও আমার কুলে নিবাস করান। (১২)

আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টি পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ॥১৩॥

অনুবাদঃ হে অগ্নিদেবে! আদ্রস্বভাবা, কমলহস্তা, পুষ্টিরূপা, পীতবর্ণা, পদ্ম ফুলের মালা পরিহিতা, চন্দ্রমার সমান শুভ্রকান্তি দ্বারা যুক্তা, স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীদেবীকে আমার এখানে আহ্বান করুন। (১৩)

আর্দ্রাং য: করিণীং যষ্টীং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্।
সূর্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মী জাতবেদো ম আবহ॥১৪॥

অনুবাদঃ হে অগ্নিদেবে! যিনি দুষ্টের দ্বারা নিগৃহীত হয়েও কোমল স্বভাব এর, যিনি মঙ্গলময়ীনী, অবলম্বন প্রদানকারী যষ্টিরূপা, সুবর্ণা, হেমমালিনী, সূর্যস্বরূপা তথা হিরণ্ময়ী, সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার এখানে আহ্বান করুন। (১৪)

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্॥১৫॥

অনুবাদঃ হে অগ্নিদেব! কখনো বিনষ্ট না হওয়া, সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার এখানে আহ্বান করুন। (১৫)

য: শুচি: প্রয়তোভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমন্বহম্।
সূক্তং পঞ্চদশর্চ চ শ্রীকাম: সততং জপেৎ।।

অনুবাদঃ যিনি লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভে ইচ্ছা করেন, তাকে প্রতিদিন পবিত্র এবং সংযমশীল হয়ে অগ্নিতে ঘি আহুতি দিয়ে তথা এই পনের ঋচ্ মন্ত্রের শ্রীসূক্ত নিরন্তর পাঠ করা উচিৎ।

ফলশ্রুতি

পদ্মাননে পদ্মউরূ পদ্মাক্ষি পদ্মসংভবে।
তন্মে ভজসি পদ্মক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্॥ ১

অনুবাদঃ হে লক্ষ্মীদেবী! তোমার শ্রীমুখ, উরু ভাগ, নেত্রাদি পদ্মের ন্যায়। তোমার উৎপত্তি পদ্ম হতেই হয়েছে। হে কমলনয়নী! আমি তোমার স্মরণ করছি, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর। (১)

অশ্বদায়ৈ গোদায়ৈ ধনদায়ৈ মহাধনে।
ধনং মে লভতাং দেবি সর্বকামাংশ্চ দেহি মে॥ ২

অনুবাদঃ হে দেবী! অশ্ব, গাভী, ধন প্রদানে তুমি সমর্থ। তুমি আমাকে ধন প্রদান কর। হে মাতা! আমর সমস্ত কামনা পূরণ কর। (২)

পদ্মাননে পদ্মবিপত্রে পদ্মপ্রিয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি।
বিশ্বপ্রিয়ে বিষ্ণুমনোনুকূলে ত্বত্পাদপদ্মং ময়ি সংনিধস্ত্বং॥ ৩

অনুবাদঃ হে দেবী! তুমি পদ্মমুখী, পদ্মাসনে বিরাজিতা, পদ্ম-দলের ন্যায় তোমার নেত্র, পদ্ম ফুল তোমার প্রিয়। সৃষ্টির সমস্ত জীব তোমার কৃপা লাভে ইচ্ছুক। তুমি সবাইকে তার মনের মত ফল প্রদান করে থাক। হে দেবী! তোমার চরণ-কমল সর্বদা আমার হৃদয়ে স্থিত। (৩)

পুত্রপৌত্রং ধনংধান্যং হস্তাশ্বাদিগবেরথম্।
প্রজানাং ভবসি মাতা আয়ুষ্মন্তং করোতু মে॥ ৪

অনুবাদঃ হে দবী! তুমি সৃষ্টির সমস্ত জীবের মাতা। তুমি আমাকে পুত্র-পৌত্র, ধন-ধান্য, হাতি-ঘোড়া, গাভী,ষাড়, রথ ইত্যাদি প্রদান কর। আমকে দীর্ঘায়ু প্রদান কর। (৪)

ধনমগ্নির্ধনং বায়ুর্ধনং সূর্যোধনং বসু।
ধনমিন্দ্রো বৃহস্পতির্বরূণং ধনমস্তু মে॥ ৫

অনুবাদঃ হে লক্ষ্মী! তুমি আমাকে অগ্নি, ধন, বায়ু, সূর্য, জল, বৃহস্পতি, বরুণ ইত্যাদির কৃপা দ্বারা ধনের প্রাপ্তি প্রদান করাও। (৫)

বৈনতেয় সোমং পিব সোমং পিবতু বৃত্রহা।
সোমং ধনস্য সোমিনো মহ্যং দদাতু সোমিন:॥ ৬

অনুবাদঃ হে বৈনতেয় পুত্র গরুড়! বৃত্তাসুরের বধকর্তা, ইন্দ্র ও অন্য সকল দেবতা যে অমৃত পান করেছে, আমাকে সেই অমৃতযুক্ত ধন প্রদান কর। (৬)

ন ক্রোধো ন চ মাত্সর্য ন লোভো নাশুভামতি:।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং শ্রীসূক্তং জপেত্॥ ৭

অনুবাদঃ এই শ্রী সূক্ত পঠনকারীর ক্রোধ, মৎসর, লোভ এবং অন্যান্য অশুভ কর্মে প্রবৃত্তি থাকে না। তিনি সৎকর্মের দিকে প্রেরিত হন। (৭)

সরসিজনিলয়ে সরোজহস্তে ধবলতরাংসুকগন্ধমাল্যশোভে।
ভগবতি হরিবল্লভে মনোজ্ঞে ত্রিভুবনভূতিকরি প্রসীদমহ্যম্॥ ৮

অনুবাদঃ হে ত্রিভুবনেশ্বরী! হে পদ্মনিবাসিনী! তুমি হাতে পদ্ম ধারণ করে থাক। সাদা, পরিচ্ছন্ন বস্ত্র, চন্দনযুক্ত মালা পরিহিতা হে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভগবতি! তুমি সবার মনকে জান। এই অভাগার প্রতি কৃপা কর। (৮)

বিষ্ণুপত্নীং ক্ষমাং দেবী মাধবী মাধবপ্রিয়াম্।
লক্ষ্মীং প্রিয়সখীং দেবীং নমাম্যচ্যুতবল্লভাম্॥ ৯

অনুবাদঃ ভগবান বিষ্ণুর পত্নী, মাধবপ্রিয়া, ভগবান অচ্যুতের প্রেয়সী, ক্ষমামূর্তি, লক্ষ্মীদেবী আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। (৯)

মহাদেব্যৈ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্নৈ চ ধীমহি।
তন্নো লক্ষ্মী: প্রচোদয়াৎ॥ ১০

অনুবাদঃ আমি মহাদেবী লক্ষ্মীর স্মরণ করছি, বিষ্ণুপত্নি লক্ষ্মী আমার প্রতি কৃপা কর। হে দেবী আমাকে সৎকার্য প্রবৃত্তিতে প্রেরিত কর। (১০)

শ্রীবর্চস্বমায়ুষ্যমারোগ্যমাবিধাচ্ছোভমানং মহীয়তে।
ধান্যং ধনং পশুং বহুপুত্রলাভং শতসংবৎসরং দীর্ঘমায়ুঃ॥

অনুবাদঃ শ্রী সূক্ত পাঠ কারী ব্যাক্তি শ্রী, তেজ, আয়ু, স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ হয়ে শোভিত থাকে। তিনি ধন-ধান্য, গবাদিপশু ও পুত্রবান হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করে।

□ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

॥ইতি শ্রীসূক্তং সমাপ্তম্॥

Published on: Jan, 14 2023 11:50